সংবাদ

তারিখ .... 13 JUN 2016..
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ৩ .....

প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ

বাজেট : শিক্ষা খাতে ভিন্ন দিগন্ত

হোসাইন মুবারক

শিক্ষা যে জাতির মেরুদণ্ড এ সত্য আমরা দ্বিধাহীন চিত্তে স্বীকার করি। তবে এর যথাযথ রূপ বহির্বিশ্বে আমরা যতটা দেখি, আমাদের দেশে ঠিক ততটা দেখি বলে মনে হয়। সুশিক্ষিত জাতি যে উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করে, সেটা আজ উন্নত দেশগুলোর দিকে দেখে আমাদের অনুধাবন করতে হয়। তাই বলা যেতে পারে শিক্ষার বিকল্প শিক্ষাই।

আমাদের দেশে সেই প্রাথমিক শিক্ষা থেকে শুরু করে উচ্চ শিক্ষা পর্যন্ত সবখানে যেন একটা এলোমেলো অবস্থা বিরাজমান। শিক্ষা যে জাতির উন্নতির মূল, এই সত্য মেনে সেই অনুযায়ী কার্যকর পদক্ষেপ আমরা নিইনি বা নিতে পারিনি। এ দৈন্যতার কারণে আমরা পিছিয়ে আছি চিকিৎসা, গবেষণা, শিল্প, বিজ্ঞানসহ বিশ্বের অগ্রসরমাণ বিভিন্ন অঙ্গনে।

এর পেছনে দুটো কারণ থাকতে পারে– ১. দেশের আর্থিক সীমাবদ্ধতা এবং ২. সঠিক পরিকল্পনার অভাব। আমাদের বোধ হয় দুটোতেই যথেষ্ট ঘাটতি। এই দুইয়ের একটি না থাকলে শিক্ষা এগুবে না। বলা যায়, এ দুটি বিষয় একটি মুদ্রার এপিঠ ওপিঠের মতো। অর্থ আছে কিন্তু পরিকল্পনা নেই, তাহলে শিক্ষা সেই তিমিরেই রয়ে যাবে। আবার পরিকল্পনা আছে কিন্তু অর্থ নেই, তাহলেও শিক্ষাকে এগিয়ে নেয়া সম্ভব নয়।

চলতি বাজেটে শিক্ষা খাতে যে পরিকল্পিত পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে তার

যথাযথ বাস্তবায়ন হলে এ খাত অনেক দূর এগিয়ে যাবে- একথা বলা যেতেই পারে। শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে যে শূন্যতাগুলো রয়েছে তার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুসন্ধান এবং সেই অনুযায়ী ব্যবস্থাগ্রহণ এ সরকারের সময়োপযোগী পদক্ষেপ বলা যেতে পারে।

প্রস্তাবিত বাজেটে শিক্ষা খাত যে সরকারের কাছে গুরুত্ব পেয়েছে তা গতবার এবং এবারের একটি তুলনামূলক একটি চিত্রে উঠে এসেছে।

প্রস্তাবিত বাজেটে শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জন্য, বরাদ্দ বেড়েছে। একই সঙ্গে বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের অবসরভাতা প্রদানে অতিরিক্ত সাড়ে ৬শ' কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করেছেন অর্থমন্ত্রী।

জাতীয় সংসদে বাজেট বক্তৃতায় অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন, শিক্ষা ও মানবসম্পদ উন্নয়নে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। তাই সমগ্রিক শিক্ষা খাতের ব্যয়কে দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ হিসেবে বিবেচনা করে এ খাতের উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম নেয়া হয়েছে।

বাজেটে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জন্য মোট ২৬ হাজার ৮৪৮ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। গত অর্থবছরে এ খাতে মোট বরাদ্দ ছিল ২০ হাজার ২৫৯ কোটি টাকা। আর প্রাথমিক স্তরে এবার মোট ২২ হাজার ১৬২ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। গত অর্থবছরে মোট বরাদ্দ ছিল ১৬ হাজার ৮৪৬ কোটি টাকা।

শিক্ষার উভয় স্তরে প্রস্তাবিত বাজেটে বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে আগের তুলনায় বেশি। বলা যায়, এ বছর বছর বাজেটে শিক্ষাকে আরও গুরুত্ব দেয়া হয়েছে বেশি।

বাজেট বক্তৃতায় অর্থমন্ত্রী উল্লেখ করেছেন, বিদ্যালয়বিহীন আরও ১ হাজার ১২৫টি গ্রামে নতুন করে বিদ্যালয় স্থাপন করা হবে। এছাড়া প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণীতে উন্নীত করার বিষয়টি স্থান পায় অর্থমন্ত্রী বক্তৃতায়।

এক সময় আমাদের দেশে একটি কথা প্রচলিত আছে- 'যার নেই কোনো গতি, সে করে শিক্ষকতা'। এক সময় আমাদের দেশে ভালোফলধারী ব্রিলিয়ান্টরা আগে চলে যেতেন বিভিন্ন নামিদামি পেশায়। আর যাদের কোনো উপায় থাকে না তারা গ্রামে কিংবা নিকটবর্তী এলাকায় সুবিধাজনক স্থানে একটি শিক্ষালয় খুলে বসতেন। প্রতিষ্ঠান দাঁড়ালে-একদিন না একদিন আশার আলো দেখা যাবে- এমনই আশা-নিরাশার দোলাচলে চলতে থাকতো আশাবাদীদের জীবন। আরেকটি দিক হলো সমাজে পরিচয় নিয়ে বেঁচে থাকা- 'আমি অমুক স্কুলের মাস্টার'।

এ কথা যে সবার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য তা কিন্তু বলা হচ্ছে না। সার্বিকভাবে মোটামুটি একটি চিত্র অনেকটা এরকমই আগে গ্রাম পর্যায়ে ছিল- এটা বলা যায় জোর দিয়ে।

যাক, সেই দিন আজ অনেকটা শেষ হয়ে এসেছে। এখন কোন স্কুল খুলে বসলেই আর গতি পাওয়া যায় না। সরকার শিক্ষায় সব মানহীনতা এখন নিয়ন্ত্রণে এনেছে। এখন বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা পেশায় প্রবেশ করতে হলে নিবন্ধন পাস করে তার পর নিয়োগ প্রক্রিয়ায় বিবেচনা। এটা সরকারের দীর্ঘ প্রচেষ্টার ফসল বলতে হবে।

আরেকটি প্রক্রিয়া শিক্ষাকে আরেক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গেছে আর তা হলো মেয়েদের শিক্ষাবৃত্তি। এ বৃত্তি ঝরেপড়া থেকে মেয়েদের রক্ষা করেছে অনেকাংশে। সম্রাট নেপোলিয়নের বহুল প্রচলিত একটি কথা আছে, 'আমাকে শিক্ষিত মা দাও, আমি একটা শিক্ষিত জাতি দেবো।' বলা যায়, এ কারণে বাজেটে প্রাথমিক শিক্ষার উপবৃত্তি সংখ্যা আরও বাড়িয়ে ১ কোটি ৩০ লাখে উন্নীত করা হয়েছে। এই বরাদ্দ প্রস্তাব খুবই জীবনমুখী।

শিক্ষায় সবচেয়ে বড় আলোচিত দিক ছিল বেসরকারি শিক্ষকদের অবসর সুবিধা নিয়ে। আগে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা কোনো অবসরভাতার কথা চিন্তাই করতে পারতেন না। শিক্ষকতা ছিল অবহেলিত পেশা, বিশেষ করে সরকারি সুবিধা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে। শিক্ষকরা সমাজে সম্মান পেলেও অর্থনৈতিক দৈন্য ছিল তাদের নিত্যসঙ্গী। এ শূন্যতায় সরকারে নজর পড়েছে। চলতি বাজেটে বেসরকারি শিক্ষকদের কল্যাণে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অবসর সুবিধার জন্য বোর্ডের অনুকূলে ৫০০ কোটি টাকার এনডাওমেন্ট ফান্ড এবং ১০০ কোটি টাকা এককালীন অনুদানের প্রস্তাব করা হয়েছে। সেই সঙ্গে বেসরকারি শিক্ষকদের কল্যাণ ট্রাস্টের জন্য ৫০ কোটি বরাদ্দ রাখার প্রস্তাব করা হয়। এ বাজেট পাস হলে কিছুটা হলেও সমাজে শ্রদ্ধেয় শিক্ষকরা সম্মান নিয়ে বাঁচার সুযোগ পাবেন। বলা যেতে পারে, শিক্ষা ক্ষেত্রে এ বাজেট দীর্ঘ হতাশায় পেশায় নতুন আলোর দিগন্ত।

শিক্ষকে আরো গতিশীল করতে প্রায় ৩৫ হাজার শিক্ষক নিয়োগ দেয়ার প্রস্তাবও এ বাজেটে রাখা হয়েছে, যা নিঃসন্দেহে প্রশংসাযোগ্য।

আমাদের শিক্ষার মান ও পরিবেশের কারণে বহু উচ্চবিত্ত পরিবার তাদের সন্তানকে বিদেশে পড়াই। শিক্ষার পরিবেশ, মান, গ্রহণযোগ্যতা সবকিছু বিবেচনা করে অনেক সামর্থ্যবান পরিবার তাদের সদস্যদের দেশের বাইরে পাঠায়। এ প্রবণতা আজ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার দুর্বলতাকে চিহ্নিত করেছে।

আগে থেকেই যেখানে শিক্ষার্থী বৃদ্ধির পাশাপাশি উচ্চ শিক্ষালয় বৃদ্ধি করা হয়নি। আগের প্রতিষ্ঠা পাওয়া প্রতিষ্ঠানগুলোয় বৃদ্ধি পায় ভিড় ও প্রতিযোগিতা। একটি আসনের বিপরীতে হাজারো প্রতিযোগিতা। শিক্ষার্থীরা তখন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ খুঁজতো। তবুও যাদের সামর্থ্য আছে কেবল তারাই লক্ষ্য পূরণে উদ্যোগী হতো আর বাকি মেধাবীরা হারিয়ে যেত দুর্ভাবনার ঘন অন্ধকারে। এ সুযোগে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নিতো উচ্চহারে টিউশন ফি। তাও সরকার নীতিমালার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণে এনেছে। এত কিছুর মাঝেও শিক্ষায় সংকট সমাধানে নতুন নতুন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ প্রশংসারই দাবি রাখে। সেখানে সরকারি উচ্চশিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা করার পরিকল্পনা আগেই থাকা দরকার ছিল।

উচ্চ শিক্ষা প্রসারে সরকার ইতিমধ্যে নতুন নতুন কয়েকটি বিশেষায়িত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করার উদ্যোগ নিয়েছে বলে বাজেটে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া প্রক্রিয়াধীন রয়েছে আরও কারিগরি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন।

বাজেটের আরো একটি ভালো দিক তা হচ্ছে, প্রাথমিক শিক্ষা ২০১৮ সালের মধ্যে অষ্টম শ্রেণীতে উন্নীত করার জন্য বরাদ্দ। মন্ত্রী বাজট বক্তৃতায় বলেন, এরইমধ্যে ৭৬০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণি চালু করা হয়েছে। নিরক্ষরতা মুক্তির জন্য ১৫-৪৫ বছর বয়সী নিরক্ষর জনগণকে মৌলিক সাক্ষরতা ও জীবন দক্ষতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাখাতে একটি সেক্টর কর্মসূচি প্রণয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

বাজেট আসে বাজেট যায়। বাস্তবে প্রস্তাবিত বাজেট অনেক সময় আলোর মুখ পরিপূর্ণভাবে দেখে না। ফলে উন্নয়ন রয়ে যায় পশ্চাতপদ। শিক্ষা জাতীয় উন্নয়নে অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি খাত। এ খাতের ব্যয়-বরাদ্দ যেন যথাযথভাবে সঠিক তদারকির মাধ্যমে করা হয়- এ প্রত্যাশা দেশবাসীর।

আমরা মনে করি, সরকার বাজেটে শিক্ষাবিষয়ক প্রস্তাবনা যথাযথভাবে পাস করবে এবং পর্যালোচনায় নতুন চিন্তা যুক্ত হলে সেগুলো সংযোজন-বিয়োজন করে উপযুক্ত পদক্ষেপ নিয়ে সরকার জাতিকে সুশিক্ষার আলোর নতুন দিগন্তে নিয়ে যাবে।

[লেখক : সাংবাদিক ও কলামিস্ট]
mubarokhosen83@gmail.com